সংবাদ

তারিখ ...2 8 AUG 2007...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

# এইচএসসি পরীক্ষার পাস-ফেল

দেশের ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০৭ সালের এইচএসসি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম, ফাজিল ও কামিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের (এইচএসসি/ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফল গত রোববার প্রকাশিত হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষায় ৭ বোর্ডের গড় পাসের হার ৬৪ দশমিক ২৭ শতাংশ। এ হার গত বছরের পাসের হারের চেয়ে ০.৩৫ শতাংশ বেশি। এবার জিপিএ-৫ (সর্বোচ্চ গ্রেড পয়েন্ট এভারেজ) পেয়েছে ১০ হাজার ২০৫ জন শিক্ষার্থী। এদের অর্ধেকের বেশি ঢাকা বোর্ডের। গত বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৪৫০ জন। যারা এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে, বিশেষ করে জিপিএ-৫ পেয়েছে তাদের প্রতি আমাদের অভিনন্দন। আর যে ৩৫.৭৩ শতাংশ উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তাদের প্রতি আমাদের গভীর সমবেদনা।

এবার ৯টি শিক্ষা বোর্ডের মোট ৪৩৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যেমন শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে, তেমনি ৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষার্থীই পাস করেনি। গত বছর এ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৮৬টি। তার আগের বছরগুলোতে এ সংখ্যা ছিল আরও বেশি। এদিক থেকে দেশের নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতি হচ্ছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তবে এবার কেউ পাস করেনি এমন ৬০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩১টি মাদরাসা বোর্ডের অধীনে। তুলনামূলকভাবে মাদরাসা শিক্ষার অবনতি হচ্ছে ধরে নেয়া যেতে পারে। মাদরাসা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের পাসের হার ৭৪.৩১ শতাংশ। গত বছর এ হার ছিল ৭৭.৮২ শতাংশ।

জিপিএ-৫ পাওয়া এবং পাসের হার যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষের মানদণ্ড হয়, তবে দেখা যাবে দেশের মাত্র কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে ভাল ফল করে আসছে। ঢাকাসহ বড় বড় অনেক শহরেই এমন অনেক কলেজ আছে, যেগুলোর শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভাল করতে পারেনি। আর যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাসের হার কম কিংবা কেউই পাস করেনি, তাদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে। এদের মধ্যে সরকারি কলেজও আছে। তবে এ কথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে, পরীক্ষায় খারাপ ফল করা অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রামাঞ্চলে কিংবা নিম্নবিত্তদের আবাসিক এলাকায়। অন্যদিকে পরীক্ষায় যারা ভাল ফল করেছে, তাদের অধিকাংশই শহর ও উচ্চবিত্ত এলাকায় এবং কোন না কোন ধরনের কোচিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষায় ভাল করার দক্ষতা অর্জন করেছে। নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ ধরনের সুযোগ নেয়ার সম্ভাবনা কম। দেশের সব ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পদ্ধতি উন্নতি না করলে বিত্তবান ও নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য বাড়তেই থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত হবে, তথাকথিত নিম্নমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া। দেশের ক্যাডেট কলেজগুলোর প্রায় শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করে অথচ গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভাল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে পারে না বলে ভাল ফল করতে পারে না। এ ব্যবস্থা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য ভাল নয়।